কালের কণ্ঠ

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম ফিজিওলজি অলিম্পিয়াড

নিজস্ব প্রতিবেদক ►

শিক্ষা শুধু পুঁথিগত কিছু জ্ঞানার্জন নয়, শিক্ষা হলো সামগ্রিক বোধের ও মেধার বিকাশ সাধন। প্রকৃত শিক্ষা মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটিয়ে এনে দেয় পরিশীলিত বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তার স্বচ্ছতা, এই তীক্ষ্ণ চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠা পায় প্রতিযোগিতার মঞ্চে। এক যুগ আগে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতার যুক্ত মঞ্চ অলিম্পিয়াডের ঝুড়িতে যুক্ত হলো নতুন নাম–ফিজিওলজি অলিম্পিয়াড। ফিজিওলজি (শারীরবিদ্যা) হলো বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যেখানে জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ ও ভূমিকা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। শারীরবিদ্যার এই বাস্তবমুখী শিক্ষা সর্বস্তরে পৌঁছাতে এবং শারীরবিদ্যাভীতি কাটিয়ে শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে এই অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়।

দেশের ব্যতিক্রমধর্মী এ প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয় ৩০ নভেম্বর চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি ও ফার্মাকোলজি বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত হয় এ অলিম্পিয়াড। শীতের আবহমান সকালে 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'–এই রবীন্দ্রমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে শিক্ষার্থীরা ভিড় করতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনে। সকাল ১০টায় যথাসময়ে উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতা।

'এক্সপ্লোর দা লেটেস্ট অ্যান্ড এস্টাবলিশড ফাইন্ডিংস অব ফিজিওলজি'–এই স্লোগানকে লালন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়েছেন উপাচার্য ড. এ এস মাহফুজুল বারী। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কবিরুল ইসলাম খান, গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ড. আমান জুনায়েদ সিদ্দিকী, ডিপিবিপি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. এ এ কে এম সাইফুদ্দিন, ডিপিবিপি বিভাগের অধ্যাপক ড. রাশেদুল আলমসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। অনুষ্ঠানে বক্তারা এ অলিম্পিয়াডকে আন্তবিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেন ডিপিবিপি বিভাগের প্রভাষক ডা. আমীর হোসেন সৈকত।